উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১০ ফাল্গুন ১৪২৭ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 23 February 2021 Tuesday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

নিউজ@৯
Find us on
https://www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

ইতিহাসের দরজা খুলল না

ষোলোর পাতায়

অবশেষে শ্রীঘরে এনজেপির ডন।

অসম সীমান্তে ধরা পড়লেন প্রসেনজিৎ

শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন শিলিগুড়ির বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ রায়। সোমবার দুপুরে অসম সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁকে আগামীকাল বিমানে শিলিগুড়ি নিয়ে আসা হবে। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সোজা তাঁকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির কোনও পুলিশকর্তা সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করতে চাননি। শিলিগুড়ির এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, 'সোমবার দুপুরে ভিনরাজ্যের পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে প্রসেনজিৎ রায়। তাঁকে শিলিগুড়ি আনা হচ্ছে।'

SURURCHI
CHANACHUR
EXPORT QUALITY
9830623030 / 9073756666
/ 9073797777

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে চলতি মাসের ৪ তারিখ নিউ জলপাইগুড়ি থানার ইংল্যান্ড কন্টেনার ডিপোয় ভাঙচুর এবং কর্মীদের মারধরের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, তৎকালীন এনজেপি-র আইএনটিটিইউসি ইউনিট সভাপতি প্রসেনজিৎ রায়ের নেতৃত্বে ভাঙচুর করা হয়। অভিযোগ, ঘটনাস্থলে সাত রাউন্ড গুলি চলে। মুখ্যমন্ত্রী শহরে থাকাকালীন তাঁর দলেরই নেতার বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ ওঠায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি স্থানীয় নেতাদের ডেকেও ধমক দেন। শিল্পমহল থেকেও ঘটনার কড়া প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়।

এদিকে, গোলমালের সময় ঘটনাস্থল থেকে ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু সেই সময় এলাকা থেকে পালিয়ে যান প্রসেনজিৎ রায়। বিধানসভা নির্বাচনের আগে খোদ পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবের বিধানসভা কেন্দ্রে এই ঘটনায় দল অস্বস্তিতে পড়ে যায়। পরিস্থিতি না বদলালে শিল্প গোটানোর হুমকি দেন ব্যবসায়ীরা। তড়িঘড়ি প্রসেনজিৎকে দল থেকে বহিষ্কার করে তৃণমূল। প্রসেনজিতের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। সিআইডিকেও মাঠে নামানো হয়।

পুলিশের সন্দেহ ছিল, বিহার নয়তো অসমের দিকে পালিয়েছেন প্রসেনজিৎ। সেই সূত্র ধরে প্রসেনজিতের খোঁজ শুরু করতেই মালবাজারের কাছ থেকে তাঁর বেশ কয়েকজন শাগরেদকে গ্রেপ্তার করে এনজেপি থানার পুলিশ। কিন্তু এক সময়ে এনজেপির দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা প্রসেনজিৎ আদৌ গ্রেপ্তার হবেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। প্রসেনজিৎ গ্রেপ্তার হলে শাসকদলের নেতাদের অস্বস্তিতে পড়তে হবে বলে মনে করছিল দলেরই একাংশ। এই পরিস্থিতিতে প্রসেনজিৎ গ্রেপ্তার না হওয়ায় শিল্পমহলে তৃণমূল কংগ্রেস এবং রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। এরপর বারোর পাতায়

গাঢ় অন্ধকারে টেট

হাইকোর্টের স্থগিতাদেশে বিড়ম্বনা রাজ্যের

নিউজ ব্যুরো

২২ ফেব্রুয়ারি : আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন শিলিগুড়ির কাছে খড়িবাড়ি ব্লকের মৃণাল সিনহা। মাত্র ক'দিন আগে প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরিটা পেয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। কাউন্সেলিংয়ের পর যোগ দিয়েছিলেন ধুলিয়াজোত প্রাইমারি। আদালতের নির্দেশ তাঁর মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে একমুহূর্তে। হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের সিঙ্গল বেঞ্চ নিয়োগ প্রক্রিয়াটিতেই স্থগিতাদেশ দিয়েছে। এমনকি মৃণালের মতো যাঁরা চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের নিয়োগেই কার্যকর হবে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা। তড়িঘড়ি নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে গিয়ে মুখ পুড়ল রাজ্য সরকারের। অন্যদিকে, ২০১৪ সালের টেট দিয়ে যাঁরা এতদিন আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলছিলেন, তাঁদের জীবন ভরে গেল আবার অনিশ্চয়তায়। হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ শোনার পর খড়িবাড়ির মৃণাল বলেন, 'নিয়োগ নিয়ে একের পর এক বাধা-বিপত্তি সামনে আসছে। চাকরি হয়েও আইনি জটিলতায় আটকে গেল। ভবিষ্যৎ কী হবে, বুঝতে পারছি না। নিয়োগ স্বচ্ছভাবে হলেই ভালো হত।'

কেউ কেউ অবশ্য আদালতের এই হস্তক্ষেপে খুশি। যেমন জলপাইগুড়ির রুমা দত্ত। তাঁর বক্তব্য, 'আমি পাইনি বলে নয়, সকলের স্বার্থেই এই রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। ডিএড বা বিএড সহ অ্যাকাডেমিক স্কোর, টেট ও ইন্টারভিউতে প্রাপ্ত নম্বর মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ মেরিট লিস্ট হওয়া দরকার ছিল, যা পাইনি আমরা। ফলে কেন আমাদের নাম তালিকায় থাকল না, তা বুঝিনি। পুরো প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার জন্য পূর্ণাঙ্গ মেধাতালিকা প্রকাশ প্রয়োজন। আশা করব, বিচারব্যবস্থা এর সুষ্ঠু সুরাহা করবে।' মনে করা হয়েছিল, নির্বাচনের আগে এই বিপুল সংখ্যক নিযুক্তিতে রাজনৈতিক লাভ হবে রাজ্যের শাসকদলের। কিন্তু আদালতের নির্দেশে সেই প্রয়াস কার্যত মুখ থুবড়ে পড়ল। সিঙ্গল বেঞ্চের এই নির্দেশ আইনি পথে আটকাতে এখন মরিয়া রাজ্য সরকার। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ আমরা খতিয়ে দেখছি। আমরা ডিভিশন বেঞ্চে যাব।' সরকার ডিভিশন বেঞ্চে গেলেও বিধানসভা নির্বাচনের আগে আর নিয়োগ সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকছেই।

আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে এই মামলার বাদীপক্ষ ও রাজ্য সরকারকে হলফনামা পেশ করতে সোমবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের সিঙ্গল বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে। মেধাতালিকায় অস্বচ্ছতা ও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ জানিয়ে ২০১৪ সালে টেট-এর একদল পরীক্ষার্থীর মামলার ভিত্তিতেই আদালত এই নির্দেশ দেয়। ৬ সপ্তাহ পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে আদালত আদেশ দেওয়ায় ডিভিশন বেঞ্চের আশু হস্তক্ষেপ ছাড়া নির্বাচনের আগে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনামাফিক ১৫ হাজারেরও বেশি পদে নিয়োগ যে সম্ভব নয়, তা এখন পরিষ্কার। বিচারপতি ভরদ্বাজ জানিয়েছেন, আপাতত নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে হবে। রাজ্য সরকারের প্রকাশিত তালিকায় ১৫,২৮৪ জন ঠাঁই পেয়েছিলেন। অনেকে ইতিমধ্যে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের সকলের ভবিষ্যৎ ঝুলে রইল। এই নির্দেশ শোনার পর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করতে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান মানিক ভট্টাচার্য বৈঠকে ব্যস্ত বলে জানা গিয়েছে। পর্ষদ সূত্রে খবর, তিনি আইনজীবীদের পরামর্শ নিচ্ছেন।

শেষ পর্যন্ত কী হবে, তা এখন বলা মুশকিল। কিন্তু দুই ধরনের প্রতিক্রিয়াই দেখা যাচ্ছে। এরপর বারোর পাতায়

টেট-এ জট

- গত ২৩ ডিসেম্বর সাড়ে ১৬ হাজার শূন্যপদে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি
- জানুয়ারি মাসে ৭ দিন ধরে ইন্টারভিউ
- ১৬ হাজারের বদলে ১৫ হাজার ২৮৪ জনকে আপাতত নিয়োগের সিদ্ধান্ত
- গত সোমবার গভীর রাতে মেধাতালিকা প্রকাশ
- মেধাতালিকায় অনিয়ম ও নিয়োগে অস্বচ্ছতার অভিযোগে ৬টি মামলা দায়ের
- উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় কাউন্সেলিংয়ে হয়রানি
- সোমবার স্থগিতাদেশ জারি আদালতের

আদালতের নির্দেশ

- ৪ সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা পেশ করতে হবে মামলাকারী ও রাজ্য সরকারকে
- ৬ সপ্তাহ পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি

মানতে নারাজ রাজ্য

- প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এই রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়ার সিদ্ধান্ত

ভবিষ্যৎ অন্ধকার

- মেধাতালিকায় ১৫ হাজার ২৮৪ জন ঠাঁই পেয়েছিলেন
- অনেকে কাজে যোগও দিয়েছিলেন। আপাতত তাঁদের ভবিষ্যৎ ঝুলে রইল

স্বপ্ন সোনার বাংলা। প্রধানমন্ত্রীর হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন দিলীপ ঘোষ। সোমবার হুগলির সাহাগঞ্জে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

বাংলার সংস্কৃতি রক্ষায় ফুল বদলের ডাক মোদির

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

সাহাগঞ্জ (হুগলি), ২২ ফেব্রুয়ারি : একদিকে ধর্মীয় ভাবাবেগ, অন্যদিকে শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়নের সম্ভাবনা উসকে দেওয়ার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ফেব্রুয়ারি মাসে এই নিয়ে তৃতীয়বারের সফরে বাংলায় এসে হুগলির সাহাগঞ্জে ডানলপ কারখানা সংলগ্ন মাঠে আয়োজিত সভায় মোদি একদিকে তারকেশ্বর ও মাহেশের জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য কীর্তনের পাশাপাশি হুগলির একসময়ের গর্ব পাট, লোহা ও ইস্পাত শিল্পের দুর্দশা নিয়ে তৃণমূল পরিচালিত সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন। যদিও গঙ্গাপাড়ের শিল্প পুনরুজ্জীবনে কেন্দ্রের পরিকল্পনা নিয়ে কিছু খোলসা করেননি। এতে হতাশ হন উপস্থিত হাজার হাজার স্থানীয় মানুষ। সভার শুরু থেকেই প্রধানমন্ত্রী 'তোলাবাজ' ও 'সিন্ডিকেট' নিয়ে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করেন। তোলাবাজি ও সিন্ডিকেটরাজ খতম হলেই এই রাজ্যে উন্নয়ন সম্ভব বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলেই একমাত্র তোলাবাজমুক্ত বাংলা হবে।'

সিবিআই অফিসাররা যখন তৃণমূল যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন, প্রায় তখনই হুগলির মাঠে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, 'রাজ্যে সিন্ডিকেটরাজ থেকে বিকাশ সম্ভব নয়। তোলাবাজি থাকলে রাজ্যে বিকাশ সম্ভব নয়।'

প্রধানমন্ত্রীর এই সভায় লোক জড়ো করতে চেষ্টার কসুর করেননি বিজেপি নেতারা। পৌনে চারটে নাগাদ সাহাগঞ্জের আকাশে প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার উড়তে শুরু করতেই উপস্থিত মানুষ আকাশের দিকে হাত নাড়তে শুরু করে। সামনে আসার জন্য লোকজনের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। অনেকে বাঁশের ব্যারিকেড টপকে ভিতরে ঢুকতে শুরু করে। ভিআইপিদের বসার জন্য রাখা চেয়ার নিয়ে ছোড়াছুড়ি শুরু হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে উঠতে হুড়োহুড়ি বাড়ে। খালি গায়ে গেরুয়া রং মেখে, মুখে ও পিঠে মোদির ছবি এঁকে এক যুবক সামনে এসে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। মঞ্চ থেকে মোদি তাঁকে হাত নাড়ার পর তিনি কিছুটা শান্ত হন। মোদি ভাষণ দেওয়ার পুরো সময় তিনি হাততালি দিয়ে গিয়েছেন।

এরপর বারোর পাতায়

ডিসান শিলিগুড়িতে গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট
MD, DNB Gastroenterologist
Dr. Jayanta Paul (MBBS, MD, DNB)
24/02/2021 বুধবার ও 25/02/2021 বৃহস্পতিবার
সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত OPD তে পেশেন্ট দেখবেন।
DESUN HOSPITAL SILIGURI
বুকিং ঃ
90736 92687
83349 92424

সিবিআই-কে বাড়িতে ডাক অভিষেকের স্ত্রীর

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার তিনি দেখা করবেন বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে জানালেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা।

সিবিআই-কে সোমবার ই-মেল পাঠিয়ে রুজিরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বেলা ১১টা থেকে ৩টের মধ্যে সিবিআইয়ের তদন্তকারী দল তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারে। যদিও ই-মেলে রুজিরা বলেছেন, কেন সিবিআই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তবে তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হতে তিনি প্রস্তুত।

রুজিরার বক্তব্য, রবিবার যখন তদন্তকারীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তখন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। অভিষেকের শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরকে অবশ্য এদিন টানা প্রায় তিন ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিবিআই আধিকারিকরা। কলকাতার পঞ্চসায়রে একটি অভিজাত আবাসনে মেনকার বাড়িতেই ওই জিজ্ঞাসাবাদ চলে। যদিও ওই আবাসনে ঢুকতে বেগ পেতে হয় তদন্তকারীদের। তাঁদের গাড়ি আবাসনে প্রবেশ করতে দেননি নিরাপত্তাকর্মীরা। এই সময় সিবিআই আধিকারিকদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় নিরাপত্তারক্ষীদের। প্রায় আধ ঘণ্টা বাইরে অপেক্ষা করার পর আবাসনের গেট খোলে সিবিআই আধিকারিকদের জন্য। জিজ্ঞাসাবাদের শেষে বেলা তিনটে নাগাদ মেনকার আবাসন থেকে বেরিয়ে নিজাম প্যালেসের দিকে রওনা দেন সিবিআই আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, বিদেশি ব্যাংকে লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মঙ্গলবার রুজিরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। সিবিআই কর্তারা

রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আসবেন বলে সোমবার সকালে কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা ওই আবাসন চত্বরে ঘুরে যান। সাদা পোশাকের পুলিশকর্তারা সেখানে মোতায়েন ছিলেন।

কয়লা পাচার মামলায় অভিষেকের স্ত্রী রুজিরা ও শ্যালিকা মেনকাকে সিবিআইয়ের নোটিশ দেওয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মন্তব্য করেছে তৃণমূল। প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'পুরো ঘটনাটাই বিজেপির সাজানো। তৃণমূলকে ভয় দেখাতে ওরা এসব করছে। আমরা কিছুতেই ভয় পাব না। এর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়ব।' সিবিআই তাঁর স্ত্রীকে নোটিশ দেওয়ার পর রবিবার সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তাঁকে ভয় দেখিয়ে কিছু করানো যাবে না। মাথা নত তিনি করবেন না। তবে আইনের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা আছে। রুজিরার ই-মেল সেই আস্থা প্রকাশের উদাহরণ বলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

রবিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'বাংলা ভাষা আমাকে বাঘের মতো লড়তে শিখিয়েছে। আমি ইঁদুর দেখে কেন ভয় পাব?' সোমবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'ওঁর জেলের ভয় আছে। দেখুন জেলে গেলে কী অবস্থা হয়। উনি তো ১৮টা গোল খেয়েছেন আমাদের কাছে। এবার ২০০ গোল দেব।' তিনি বলেন, লালুপ্রসাদ এখনও জেলে আছেন। এত সুগার যে রুটি-ভাত কিছুই খেতে পারছেন না। চাইলে সেই সুযোগও আসবে। সবে সিবিআইয়ের হাত পড়েছে।' মমতাকে বিড়াল বলে কটাক্ষ করে দিলীপ বলেন, এরপর বারোর পাতায়

এটাই শেষ নির্বাচন, বলছেন গৌতম

শিলিগুড়ি ও রাজগঞ্জ, ২২ ফেব্রুয়ারি : এটাই জীবনের শেষ নির্বাচনি লড়াই। তাই এবারের ভোটে জিতে নিজের রাজনৈতিক বৃত্তটা সম্পূর্ণ করতে মানুষের হাত মাথায় চাইছেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে গৌতমবাবু ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্র থেকে তৃতীয়বারের জন্য প্রার্থী হচ্ছেন। তবে এটাই শেষ। এরপর তিনি আর কোনও ভোটে দাঁড়াতে চান না বলে জানিয়েছেন। জনসংযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রী সোমবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১ এবং ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারে যান। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প নিয়ে সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হন। ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের তিনবাত্তি এলাকায় মিছিলের পাশাপাশি দেওয়ালও লেখেন।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্র এদিন তৃণমূলের এই প্যাশন দেখলেও একইসঙ্গে ভাঙনও দেখে। এই কেন্দ্রে দলের সাধারণ সম্পাদক তথা জলপাইগুড়ির তৃণমূলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক রূপম ঘোষ এদিন দল ছাড়েন। এই বিধানসভা কেন্দ্রে তিনি দলীয় পর্যবেক্ষকও ছিলেন। দলত্যাগের চিঠি তিনি ই-মেলে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জলপাইগুড়ির সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের ব্লক সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিকের কাছে পাঠিয়েছেন। সূত্রের খবর, রূপমবাবু তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে বুধবার শিলিগুড়িতে বিজেপির সভায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাত ধরে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিতে পারেন।

লোকসভা নির্বাচনে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির তুলনায় প্রায় ৮৬ হাজার ভোটে পিছিয়ে থাকা ঘাসফুল শিবিরকে যথেষ্টই চিন্তায় রেখেছে। একদিকে এলাকায় বিজেপি নিজের শক্তি বাড়িয়েছে, অন্যদিকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ, সবশেষে এনজেপিতে ড্রাই পোর্টে হামলার ঘটনা তৃণমূলের উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

এরপর বারোর পাতায়

শক্তিগড়ে জমির পাট্টা বিলি অনুষ্ঠানে মন্ত্রী গৌতম দেব। ছবি : তপন দাস